বাংলার নারী, নিম্নবর্গ এবং আদিবাসীদের মধ্যে মনসা অতীব জনপ্রিয়। মনসার গানে ও পালায় নিত্যনতুন উপাদান সংযুক্ত হয়ে চলেছে। তান্ত্রিক নারী বনবাসী অশাস্ত্রীয় জনতার রোগ-জরা-বিষ চিকিৎসার অভিজ্ঞান যুক্ত হয়ে আছে মনসামঙ্গলে। উচ্চবর্গের দেবমানব কথাকারেরা নিম্নবর্গের মনসার প্রতি বিস্তর অবিচার করেছেন। মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যে মেয়েদের সমস্ত শুভকাজে বাঁ-হাত ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখানে বাঁ-হাতে চাঁদের মনসা পূজা অবজ্ঞা বলে চিহ্নিত হয়েছে। দেবাশ্রিত চাঁদ দেবদ্রোহী প্রমিথিউস নন। সামন্তপুরুষের কাছে নারী ভোগ্য, পূজ্য নন। অসহায় মনসাকে চাঁদ গালি, লাথি ও যথেচ্ছ মার দিয়েছে। স্বার্থপর শিব ও চাঁদকে বাধ্য করেই মনসার প্রতিষ্ঠা--- নামান্তরে মনসামঙ্গল, এ রচনার প্রতিপাদ্য। মনসার চোখ অন্ধ করে বনবাসে পাঠায় বিমাতা। ব্রহ্মচর্যের দায় দিয়ে স্বামী পালায়। ছেলে ভাই থাকে না সঙ্গে। ধোপানি, কারিগর, জেলে, আদিবাসী, গরিব-চিকিৎসক নারী সমাজ তার দলে। লোকসমাজে জনম দুখিনী মনসার কাহিনি ‘কান্দনী বিষহরি’ নামে গীত হয় এমন প্রমাণ রয়েছে। মধ্যবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে মনসার ভাসানপালা বহুদিন প্রচলিত। লোককথায় এই বিবিধ মাত্রার মৌখিক পালাগানের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত বয়ান সংগ্রহ করেছেন একালের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি চিন্তক অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা। তাঁর সংগৃহীত পালা এবং বিশ্বস্ত ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে এই গ্রন্থ ‘রোদনী বিষহরি মনসা’। বাংলার মনসার বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকায়ত গাথা।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
Centre for Language, Translation & Cultural Studies (CLTCS)
9 788196 828387
₹ 350

রোদনী বিষহরি মনসা

শক্তিনাথ ঝা

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

রোদনী বিষহরি মনসা

সংকলন ও সম্পাদনা

শক্তিনাথ ঝা